

রক্ষা হবে ওদের!!

আ. আ. গীফারি

০৪-০১-০৭

পূর্ববর্তী পর্বের পর.....

এছাড়া আরো কিছু স্থানীয় পর্যায়ের সন্ত্রাসী, গডফাদার রয়েছেন আওয়ামীলীগ এবং মহাঐক্যজোটে, তবে তারা জাতীয় পর্যায়ে তেমন আলোচিত নন। তাই এখানে আর উল্লেখ করা হলো না। তবে আমাদের জনগণের ওপর বিশ্বাস রেখে বলছি, আপনাদের এলাকাতে যদি কেউ সন্ত্রাসী (এই তালিকার বাইরে), সন্ত্রাসে প্রশ্রয়দানকারী, গডফাদার, ঋণখেলাপী, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত থাকেন এবং ঐ ব্যক্তি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনারা যেভাবেই হোক দেশের মঙ্গলের জন্য, আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আপনারা তাদের বর্জন করুন। ভোটের মাধ্যমে সামাজিকভাবে বয়কট করুন। নীরব ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের উচ্চাশাকে দূরশায় পরিণত করুন।

বিএনপি-জামাতে ইসলামী বা চারদলীয় ঐক্যজোট থেকে মনোনয়ন প্রাপ্ত সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধীরা :-

(১) চট্টগ্রাম-৭ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। জাতীয়ভাবে তিনি সাকা চৌধুরী হিসেবে খ্যাত। বিগত চারদলীয় জোটসরকারের আমলে চাঁদাবাজি, হত্যা, নির্যাতন, দখল, চোরাকারবারি, সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসেবে খ্যাত এই সাকা চৌধুরী একাত্তর সালে সপরিবারে ছিলেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসর-দালাল। একাত্তর সালে চট্টগ্রামে কুভেশ্বরী বিদ্যাপীঠ ঔষাধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এলাকায় দানবীর হিসেবে খ্যাত নতুনচন্দ্রকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করেন এই ঘৃণ্য রাজাকার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। একাত্তরে তাঁর কুকীর্তি সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানা যায় **একাত্তরের ঘাতক দালালেরা কে কোথায়** (পৃষ্ঠা-৭৪) গ্রন্থ থেকে। তার পিতা ফজলুল কাদে চৌধুরীও ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসর। একাত্তরে তাদের বাড়ি ও স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলখানা ছিলবাঙালি নিধনের কসাইখানা। স্বাধীনতার পর পরই ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তার দুই ছেলে (সালাউদ্দিন এবং গিয়াসউদ্দিন) ও অন্যান্য সাজপাঙ্গসহ একটি ট্রলারে করে ৭ লক্ষ টাকা ও কয়েক মণ সোনার পালিয়ে যাবার সময় মুক্তিযুদ্ধের হাতে গ্রেফতার হন তারা **(দৈনিক বাংলা, ৮ই জানুয়ারী-১৯৭২)**। পরবর্তীতে ফজলুল কাদের চৌধুরী বিচারাধীন সময়ে হার্টফেল করে মারা যান। তার নৃশংসতা সম্পর্কে আরো জানা যায় **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র** (অষ্টমখন্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম সংস্করণ : ৪জুন ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৫৭৬) থেকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশে একক পরিবার হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে এই সাকা চৌধুরী, ফকা চৌধুরী এবং গিকা চৌধুরী। সাবেক স্বৈরশাসকের সহযোগী হিসেবেও ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ৯৬ সালে আনসার ক্যাম্প লুট ও বাসার সামনে ছাত্রদল নেতা হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

(২) ঢাকা-৮ আসন থেকে (হাজি সেলিমের বিপরীতে) চার দলীয় ঐক্যজোটের মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সাংসদ নাসির উদ্দিন পিন্টু। গত পাঁচ বছরে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডার পত্র জোর ছিনিয়ে নেয়া, ইডেন কলেজের ছাত্রী হলে হানা দেয়াসহ নানা ঘটনায় তিনি পত্রিকায় পাতায় আলোচিত (বিতর্কিত) ছিলেন। শুধু পিন্টু নন, তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদদ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ সরকারী জমি দখলের উদ্দেশ্যে আজিমপুর কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা বানাতে গিয়ে জনতার প্রতিরোধের মুখে পড়েন তিনি। তারপরও তার হুশ নেই। আগামীতে আবারও সাংসদ হওয়ার খায়েশ হয়েছে এনার।

(৩) নাটোর-২ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলা। তার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ হচ্ছে তিনি শীর্ষ জঙ্গি বাংলা ভাইয়ের উত্থানের সাথে তিনি প্রকাশ্যেই জড়িত। তাছাড়া প্রতিপক্ষের ওপর হামলা-মাললা, সন্ত্রাস কোনটাই বাদ রাখেননি তিনি। গত সরকারের আমলে তার ভাতিজা গামা (স্থানীয়ভাবে তিনি সন্ত্রাসী

হিসেবে পরিচিত ছিলেন) রহস্যজনকভাবে খুন হলে তিনি তার এলাকাতে আওয়ামীলীগ সমর্থকদের বাড়ি আঙুনে পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(৪) মানিকগঞ্জ-১ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সংসদের চিপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। বিগত পাঁচ বছরই তিনি পত্রিকার পাতায় নানা সময়ে উঠে এসেছেন। তার দুই গুণধর পুত্র পবন ও ডাবলু সন্তাস ও চাঁদাবাজির কারণে আবার পরিচয় ছাড়াই বিখ্যাত হয়েছিলেন। ডাবলু ক্ষমতার জোরে রাজধানীর হাতিরপুলে মোতালেব প্লাজায় এক তলার সব দোকান দখল করে নিয়েছিলেন। আরেক পুত্র পবন পুরানো ঢাকায় চাঁদাবাজির সময় হাতেনাতে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে গ্রেফতার হয়েছিল। এই গুণধর পুত্রের পিতা আবারও জনগণের মাঝে ভোট ভিক্ষে করতে যাওয়ার রিহার্কেল করছেন।

(৫) ময়মনসিংহ-৭ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন। তিনি অবশ্য কোনো চাঁদাবাজির কারণে আলোচিত হন নি। হয়েছিলেন বিদেশি তলে-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি নাইকোর কাছ থেকে কোটি টাকা দামের গাড়ি নিয়ে। পত্রিকায় এই খবর প্রকাশের কারণে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় দেশব্যাপী, যার কারণে তার মন্ত্রিত্ব হারাতে হয়। তাঁর সুনীতি (পড়ুন দুর্নীতি)র এটাই প্রথম উদাহরণ নয়। স্বৈরশাসক (লেডিকিলার!) এরশাদের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন মোশারফের স্ত্রী জিনাত মোশারফ। সেই সুবাদে তিনি নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে দহরম-মহরম শুরু করেছিলেন বহু আগে থেকেই।

(৬) ঢাকা-৬ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন মির্জা আব্বাস। রাজধানীর পরিবহন খাতে দখল, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপকর্মের নায়ক তিনি। সর্বশেষ ১৮ ই ডিসেম্বর ছোট ভাই মির্জা খোকনের গুলি বর্ষনের ঘটনায় ছোট ভাইয়ের স্ত্রী মাসুদা গুলিবদ্ধ হন। এই ঘটনা ঢেকে রাখতে তিনি সাধ্যের মধ্যে যারপরনাই ব্যস্ত ভূমিকা পালন করেন।

(৭) ঢাকা-১০ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন মোসাদ্দেক আলী ফালু। গত জোট সরকারের আমলে হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া, আলাদীনের প্রদীপ হাতে পাওয়া ব্যক্তি এরই মধ্যে দৈনিক পত্রিকা (আমার দেশ), একাধিক টিভি চ্যানেল (এন টিভি, আর টিভি)সহ নানা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে বসে আছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। তিনি আবারো সাংসদ হওয়ার খায়েশে ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করেছেন এরই মধ্যে।

(৮) রাজশাহী-১ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন ব্যারিস্টার আমিলুল হক। তিনি দুর্ধর্ষ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

(১০) চট্টগ্রাম-১২ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সরওয়ার জামাল নিজাম। দেশে বিদেশে বহুল আলোচিত ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন অপহরণ ও হত্যা মামলায় তার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ রয়েছে।

(১১) টাঙ্গাইল-৫ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক ঢাকার মেয়র মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান। বিশ্ববেহায়া স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে তিনি "থিফ অব ঢাকা" খেতাব পেয়েছিলেন। এবারো তিনি খেতাব অর্জনের জন্য লাইনে দাড়িয়েছেন।

(১২) এছাড়া আরো আছেন, বগুড়া-৫ আসন থেকে আছেন সিএনজি বেবি ট্যাক্সি নিয়ে দুর্নীতির কারণে অভিযুক্ত গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, শরীয়তপুর-১ আসন থেকে সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ব্যাপক আলোচিত হেমায়েতউল্লাহ আওরঙ্গ, সিরাজগঞ্জ-২ আসন থেকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার জন্য ব্যাপক সমালোচিত সাবেক প্রিত্বন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ, খাগড়াছড়ি থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, জমি দখল, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি কাজে দক্ষ, সুচারু শিল্পী হিসেবে পরিচিত আবদুল ওয়াদুদ ভুইয়া প্রমুখ।

(১৩) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র কথা আর কী বলা যায়! এই ঘৃণ্য, ঘাতক দলই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা কোনটাই ওরা স্বীকার করে না। বরং গায়ের জোরে সেগুলোকে উৎখাত করতে চায়। স্বাধীনতার আগে থেকেই এই দল বা-লাদেশের বিরোধিতা করতে গিয়ে এমন কোন কাজ নেই, যে ওরা করে নি। একাত্তর সালে এই জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী। রাজাকারের দল শুধু আমাদের মুক্তিযোদ্ধের বিরোধিতা করেনি, মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছে পাক বাহিনীর হাতে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল, তাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য। **ওয়ার ক্রাইমস ফেস্ট ফাইন্ডিং কমিটির ভাষ্য মতে, একাত্তর সালে সারা বা-লাদেশে প্রায় চার লক্ষেরও অধিক নারী ধর্ষিত হয়েছে। আর এই সকল কুকর্মের পিছনে রসদ যুগিয়েছে রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটি, আলশামসের দল। যারা আজকে জামায়াতে ইসলামীর ব্যানারে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই শান্তি কমিটি, আলবদর, রাজাকার, আলশামসের পক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী (সাবেক শিল্পমন্ত্রী), জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ (সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী), আবদুল কাদের মোল্লা, কামরুজ্জামান প্রমুখ।**

এই সকল চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী, সন্ত্রাসী, গডফাদার ছাড়াও আরো অনেক সন্ত্রাসী, গডফাদার আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন প্রাপ্ত হয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে। আমাদের জনগণের ওপর ভরসা রেখে বলছি, আপনার এলাকায় যে বা যারাই সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধী, গডফাদার আগামী নির্বাচনের অংশ নেয়ার চেষ্টা করুক না কেন, সে যতই বিত্তশালী, ক্ষমতাবান হোক না কেন, আগামী নির্বাচনে আপনার এলাকার সৎ, যোগ্য। দেশপ্রেমিক নাগরিককে ভোট দিন। আমরা অতীতে অনেক ভুল করেছি। আর ভুল করতে চাই না। এবার আমাদের শোধরানোর সময়। আপনার-আমার সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, অবশ্যই এই দেশকে পরিবর্তন করতে পারব। একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। মনে রাখতে হবে এই দেশ শুধু আমাদের রাজনীতিবিদদের নয়। আপনার, আমার সকলের। তাই অন্তত একটিবারের জন্য, আপনার ভোট বুঝে শুনে, দেখে দিন। সৎ-যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কোনো বিকল্প, আমাদের কাছে নাই।

সবাইকে ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা।

[তথ্য সহায়তা : দৈনিক প্রথম আলো : ২৭, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৬।]

[এই লেখা শেষ করে নিয়ে আসার মুহূর্তে জানা গেল, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাঐক্যজোট আগামী ২২শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন বর্জন করেছে। নির্বাচন নিয়ে আবারো অনিশ্চয়তা তৈরি হলো। জানি না, নিকট ভবিষ্যতে কী হবে। মহাঐক্যজোটের সকলেই এরই মধ্যে তাদের নিজ নিজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আশা করি, কিছু দিনের মধ্যেই এই অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। এবং মহাঐক্যজোট যে সকল সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধী, গডফাদারকে আগামী নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছিল, এবার তাদের বাদ দিয়ে নতুন করে উপযুক্ত সৎ, দেশপ্রেমিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিবে। আমাদের দেশে সরকার গঠনের জন্য সকলের অংশগ্রহণ সম্মিলিত গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই। কোনো বিকল্প নাই।]

সমাপ্ত

